পোশাকশিল্পে অস্থিরতা: আ.লীগের হেভিওয়েটদের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ



ছবি: সংগৃহীত

পোশাকশিল্পে অস্থিরতা তৈরিতে অর্থায়নের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে প্রায় ১০০ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। একই সঙ্গে প্রায় ১২৫টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে।

এনবিআরের দুটি গোয়েন্দা ইউনিট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিঠি দিয়ে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের হিসাব শনাক্ত ও জব্দ করতে বলেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থ পোশাক খাতে অস্থিরতা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে কি না, তা যাচাই করতেই এই উদ্যোগ।

তালিকায় ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের নাম রয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন সালমান এফ রহমান, আবদুস সালাম মুর্শেদী, টিপু মুনশি, শাহরিয়ার আলম, নসরুল হামিদ ও তাজুল ইসলাম।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে রয়েছেন টুসুকা গ্রুপের ফয়জুর রহমান, ওয়েল গ্রুপের আবদুস সালাম, নিপা গ্রুপের খসরু চৌধুরী, স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের মোশাররফ হোসেন এবং তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এস এম মান্নান কচি। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামও তালিকায় রয়েছে।

এ ছাড়া ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের বোনের স্বামী আলিফ মোল্লার নামও ব্যাংক হিসাব জব্দের তালিকায় রয়েছে বলে এনবিআর সূত্র জানিয়েছে। সূত্রটির দাবি, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমেও লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনবিআরের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, কয়েকটি সরকারি সংস্থার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এসব হিসাব শনাক্ত ও জব্দের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে পোশাক খাতে অস্থিরতা সৃষ্টির কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে তাদের আর্থিক লেনদেন পরীক্ষা করা হচ্ছে।

তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের কেউ কারাগারে, আবার কেউ পলাতক রয়েছেন। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে এনবিআরের তদন্ত এখনো শেষ হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তালিকা আরও বড় হতে পারে। এটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় তদন্ত শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ও জানানো হয়নি।